ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বলিউডে অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ করেছেন যে তারকারা

পৃঃ ৫

এবারের বিশ্বকাপে ফেভারিট চার দলের নাম জানালেন শেবাগ

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ১৮২ ● কলকাতা ● ১৭ আষাঢ়, ১৪৩০ ● সোমবার ● ০৩ জুলাই, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে

বোমাবাজির অভিযোগ বাসন্তীতে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আবারও উত্তপ্ত বাসন্তী। বাসন্তীর ডাগরামারি এলাকায় আবারও তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। তৃণমূলের মাদারের হয়ে নির্দল প্রার্থীরা প্রচার চালাচ্ছিল। সেই সময় তৃণমূলের যুবর তরফ থেকে মিছিলে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। এলাকায় বোমা মারার অভিযোগ ওঠে। ঘটনাস্থলে আহত হয় বেশ কয়েকজন নির্দলের সমর্থক। কেন বার বার উত্তপ্ত হচ্ছে বাসন্তী সেই প্রশ্নই উঠছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। বিরোধীরা জানিয়েছেন, তৃণমূলের দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে মতপার্থক্য, এলাকা দখল, প্রার্থীপদ না পাওয়া একাধিক সমস্যার কারণে এই ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। সম্পূর্ণ ঘটনা তৃণমূলের যুবর তরফে অস্বীকার করা হয়েছে। মাদারের সমর্থকদের দাবি তাঁর উপরে হামলা চালানো হয়েছে। এলাকার বিধায়ক অস্বীকার করেছেন যে তৃণমূল কর্মী খুন হয়েছে তিনি রাজনৈতিক কারণে খুন হয়েছেন। অন্যদিকে পরিবারের অভিযোগ গোষ্ঠীকন্দলের কারণেই খুন করা হয়েছে তাঁকে। এই ঘটনায় আতঙ্কে রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাস্থলে চলে আসে বাসন্তী থানার পুলিস। এলাকায় জমায়েত সরাতে পুলিস লাঠি চালিয়ে জমায়েত ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। যে জায়গায় তৃণমূল কর্মী খুন হয় তার পাঁচ মিনিট দূরে এই ঘটনা ঘটে। ইতিমধ্যে

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্যজুড়ে চরম পথে শাসক দল!

অভিষেকের বিরাট সিদ্ধান্তে তোলপাড় বাংলা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : দলের নির্দেশ অমান্য করে নির্দল হিসেবে ভোটে দাঁড়ানোয় বড়সড় পদক্ষেপ নিল তৃণমূল কংগ্রেস। পূর্ব মেদিনীপুর, কোচবিহার, ঝাড়গ্রাম, হুগলি, হাওড়া-সহ পঞ্চায়েত প্রধান-সহ একাধিক জনকে বহিষ্কার করল তৃণমূল। বিক্ষুব্ধদের বার্তা দিতেই এই পদক্ষেপ, জানিয়েছে শাসকদল। যদিও সবটাই লোক দেখানো বলে এই সিদ্ধান্তের কটাক্ষ করেছে বিজেপি। পঞ্চায়েত ভোটে 'গোঁজ' প্রার্থী নিয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে বারবার সতর্ক করার পরও বিক্ষুব্ধদের নিয়ে বেকায়দায় রয়েছে তৃণমূল। কিছু জায়গায় তাঁদের নিরস্ত করা গেলেও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করাও শুরু হয়েছে। চলতি সপ্তাহের রাজ্যের একাধিক জেলার ৫৬ জনকে সাসপেন্ড করা হয়। বীরভূম, হুগলি, হাওড়া, ঝাড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে এ দিন আরও ১৮৯ জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

নবজোয়ার কর্মসূচী চলাকালীন এই নির্দল প্রশ্নে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন অভিষেক। সূত্রের খবর, একাধিক জেলায়, আগামী ৮ জুলাইয়ের আগে লিফলেট বিলি করে ভোটের ময়দান থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ভোটারদের জানালে নির্দলদের ফের দলে নেওয়া হবে। দলে ঠাঁই নেই নির্দলদের। তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব বার্তা দিয়েছিল আগেই। বেঁধে দেওয়া হয়েছিল সময়সীমা। দলীয় অনুশাসন মেনে এবার ফের নির্দলদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা। রাজ্যের আট জেলায় বহিষ্কার করা হচ্ছে, ১০৬ জনকে। এর মধ্যে, বাঁকুড়া জেলায় ২৩ জন, জলপাইগুড়ি জেলায় ১২ জন, ঝাড়গ্রাম জেলায় ৪৩ জন, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ৮ জন,

এরপর ৩ পাতায়

সীমান্ত এলাকায় হিংসা এত বেশি কেন?

সিতাইয়ে বিএসএফের সঙ্গে বৈঠক করলেন রাজ্যপাল বোস

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সীমান্ত এলাকায় হিংসার ঘটনা কেন বেশি? এ নিয়ে খোঁজখবর করতে বিএসএফের সঙ্গে বৈঠক করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। কোচবিহার সফরের তৃতীয় দিনে রবিবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ রাজ্যপাল সিতাই যান রাজ্যপাল। তাঁর কনভয় থামে ৭৫ নম্বর বিএসএফের বিওপিতে। সেখানে বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে মিনিট দশেকের বৈঠক করেন রাজ্যপাল।কোচবিহার সফরে এসে হিংসা বন্ধ করার বার্তা দিয়েছেন রাজ্যপাল। যদিও তিনি জেলায় থাকাকালীনই আবার রাজনৈতিক সংঘর্ষ হয়েছে দিনহাটায়। তৃণমূলের অভিযোগ, তাঁদের তিন নেতাকর্মীকে বেঁধে বেধড়ক মারধর করেছেন বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। অন্য দিকে, বিজেপি এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে দাবি করেছে হিংসার নেপথ্যে রয়েছে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল। সিতাই যাওয়ার আগে আহত তৃণমূল নেতাকর্মীদের দেখতে কোচবিহারের বেসরকারি হাসপাতালে যান রাজ্যপাল। যদিও এখনও পর্যন্ত এ নিয়ে কোনও বিবৃতি দেননি তিনি। সূত্রের খবর, সীমান্তবর্তী জেলা কোচবিহার কেন বার বার উত্তপ্ত হয়ে উঠছে, কী কারণে হিংসা

এরপর ৩ পাতায়

সাতকাহন

{কবিতা সংকলন}

ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল

সম্পাদনায়:- অদিতি আচার্য্য ও মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

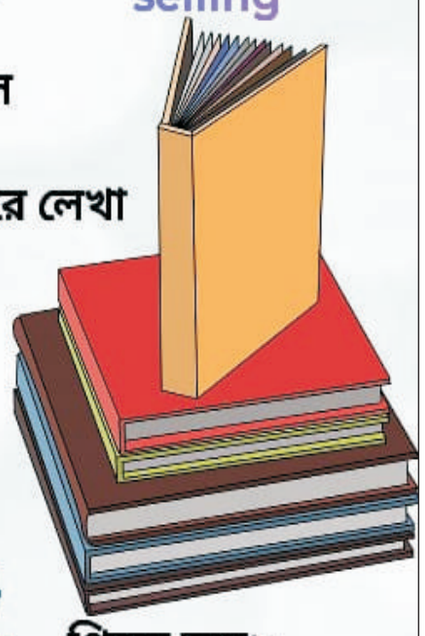

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 7439971094
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

প্রিবুক মূল্য:-
২৫০ টাকা মাত্র
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অভিনেতা, সঙ্গীত এবং নৃত্য জগতের দিকপালরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

Chayapoth Publication Facebook Page

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯
E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে **Spot Exam** এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

Gilr's Hostel

Boy's Hostel

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBBSE	ছাত্রী	২৮	০৩	২০	০৫	৫৮১
	ছাত্র	০৯	০৩	০৪	০২	৫৬৬
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৪	০৭	

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	>90 %	90-80 %	স্টার মার্কস	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী (বিজ্ঞান)	০৮	০১	০৮	০৮	৪৬২
	ছাত্র (বিজ্ঞান)	০৬	০১	০৬	০৬	৪৫৪
WBCHSE	ছাত্রী (কলা)	১৬	০০	১৪	১৬	৪৪১
	ছাত্র (কলা)	০২	০০	০২	০২	৪৪১
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৫	৩২	

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

আবাসিক শিক্ষক চাই
- জীববিদ্যা
- পুষ্টিবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শিক্ষাবিজ্ঞান
- আরবী (এম.এম)

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন
97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

জমি দখলকে কেন্দ্র করে দিবালোকে গুলি

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : উত্তর ২৪ পরগনার বরানগর থানা এলাকায়, দিনের আলোতে জমি দখলের ঘটনায় এলাকার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করেছে, অন্যদিকে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। খবরে বলা হয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে বরানগর থানার অন্তর্গত সূর্যসেন রোডের আলমবাজার এলাকায়। এমন অভিযোগ এখানেই ফুলাইনা সিংয়ের পরিবারের সদস্যদের পৈতৃক জমি জোরপূর্বক দখলের কারণে সঞ্জয় সিংগানিয়ার লোকজন ওই জমি থেকে সিং পরিবারের সদস্যদের সরিয়ে দেওয়ার জন্য উপরোক্ত ঘটনাটি ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। স্থানীয় থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে যে সিংগানিয়ার লোকেরা উক্ত জমির বিষয়ে সিং পরিবারের লোকজনদের উপর অভিযান চালায় এবং তখন একজন কথিত বাউন্সার চুন্নু খান একটি পিস্তল বের করে এবং দুই রাউন্ড গুলি ছুড়ে, যার ফলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ওই ঘটনার ভিডিওটিও ভাইরাল হচ্ছে যেখানে অভিযুক্তকে পিস্তল থেকে গুলি করতে দেখা যাচ্ছে। ফুলাইনা সিংয়ের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, তাদের জমি দখলের জন্য বারবার এভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। যদিও বিষয়টি আদালতে মামলা চলছে এবং এর আগেও এই ঘটনার অভিযোগ পুলিশ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দফতরে দেওয়া হয়েছে। এভাবে গুলি চালিয়ে সন্ত্রাস ছড়ানো হচ্ছে বলেও স্থানীয়দের অভিযোগ এবং গুলি চালানো ব্যক্তির অস্ত্র লাইসেন্স আছে কি না তা জানা যায়নি।

"আভিযোগ" দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার "সাউথ গরিয়া" পঞ্চায়েতের ১৯ নং বুথের বিজেপি প্রার্থী "দেবব্রত গায়েনের" ব্যানার-পোস্টার ছিড়ে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে !

বাড়ছে কি পঞ্চায়েত ভোটের দফা?

কী রিপোর্ট দেবে কমিশন?

দিনভর হাইভোল্টেজ মামলায় নজর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সোমবার। ৩ জুলাই। একের পর এক হাইভোল্টেজ মামলায় ঠাসা থাকতে চলেছে কলকাতা হাইকোর্টের এজলাস। এদিনই রয়েছে পঞ্চায়েত ভোট সংক্রান্ত একগুচ্ছ মামলার শুনানি। তার উপর নুসরত জাহানের বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্য সংক্রান্ত মামলা থেকে শুরু করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ মামলাও।

সাংসদ নুসরত জাহানের বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য স্বতঃপ্রণোদিত এফ আই আর রুজু চেয়ে জনস্বার্থ মামলার শুনানি রয়েছে সোমবার। পাশাপাশি, শুনানি রয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ বছরের ডিগ্রি কোর্স চ্যালেঞ্জ করে পড়ুয়াদের জনস্বার্থ মামলার। বিচারপতি অমৃতা সিনহা বেঞ্চে পঞ্চায়েত ভোট সংক্রান্ত মামলার শুনানি দুপুর দুটোয়।সব মিলিয়ে রীতিমতো সরগরম থাকতে চলেছে সোমবারের হাইকোর্ট।

সূত্রের খবর, পঞ্চায়েত ভোটের দফা বাড়বে কি না, তার ইঙ্গিত মিলতে পারে এদিনই। পাশাপাশি, ২০ হাজার মনোনয়ন কেন প্রত্যাহার হল, তা পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করবে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এছাড়া, শুভেন্দু অধিকারী, অধীর চৌধুরী, আবু হাসান চৌধুরীর করা জনস্বার্থ মামলার শুনানিও রয়েছে এদিন। সূত্রের খবর, এদিন অনেকেই দফা বাড়ানোর জন্য আবেদন করতে পারেন। দুপুর আড়াইটে নাগাদ শুনানি রয়েছে প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি উদয় কুমার ডিভিশন বেঞ্চে।অন্যদিকে, এদিনই তালিকায় রয়েছে নওশাদ সিদ্দিকির পঞ্চায়েতের দফা বাড়ানো সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলার শুনানি। এদিনই ডায়মন্ড হারবার ও বাদুড়িয়ায় জোর করে মনোনয়ন প্রত্যাহার সংক্রান্ত বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেশ কমিশন।

এদিন ভাঙড়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ীদের ভাগ্য নির্ধারণও হবে বিচারপতি অরিজিত বন্দোপাধ্যায় ডিভিশন বেঞ্চে। রায় দুপুর ১টায়। রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া কাজ করব না, শিক্ষক সংগঠনের একাংশের করা জনস্বার্থ মামলার শুনানি, হোয়াটসঅ্যাপে ভোটকর্মীদের রিপোর্ট ফাঁস সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলার শুনানিও।

রাজ্যপালের জেলা সফরের সময় ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল

কোচবিহারের দিনহাটার গিতালদহ এলাকা

হরিপদ রায়, কোচবিহার : নিউজ সারাদিন : রাজ্যপালের জেলা সফরের সময় ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহারের দিনহাটার গিতালদহ এলাকা। এবার কংগ্রেস ও তৃণমূলের সংঘর্ষে রক্তাক্ত হয়ে ওঠে গিতালদহের ভোরাম এলাকা। শনিবার রাতে এ ঘটনা ঘটেছে। সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়। তাদের মধ্যে ছয় জনের অবস্থা গুরুতর। তাদের দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনজনের অবস্থা অবনতি হওয়ায় তাদের কোচবিহারে স্থানান্তরের নির্দেশ দেন চিকিৎসক। স্থানান্তর হওয়া আহতদের মধ্যে গিতালদহ এক নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি, মাহফুজার রহমান রয়েছেন। পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ উভয় দলের বত্রিশ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। রবিবার তাদের আদালতে তোলা হয়। এই ঘটনায় এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, এদিন রাতে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস উভয় দলের কর্মী-সমর্থকরা ভোটের প্রচার করছিল। সেই সময় গিতালদহ ১ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মাহফুজার রহমানের নেতৃত্বে একদল তৃণমূল কর্মী কংগ্রেস প্রার্থী লতিফা খাতুন বিবির বাড়িতে যায়। সেখান তাদের নানাভাবে গালিগালাজ শুরু করে বলে অভিযোগ। ফলে উভয় দলের মধ্যে বচসা বাঁধে। পরে তা সংঘর্ষের রূপ নেয়। একদলের কর্মী-সমর্থকরা অপরদলের কর্মী-সমর্থকদের উপর রীতিমতো লাঠিসোটা এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে ফলে উভয় দলের অন্তত জনা পনেরো কর্মী- সমর্থক অল্পবিস্তর আহত হয়। তাদের মধ্যে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মাহফুজার রহমান সহ ছয়জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করা হয় । তিনজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের কোচবিহারে স্থানান্তর করা হয়েছে।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। পাশাপাশি পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে এবং ওই সংঘর্ষের ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে উভয় দলের ৩২ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এদিন তাদের দিনহাটা আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনজনকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন বাকিদের চোদ্দ দিনের জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে তৃণমূলের জেলা মুখপাত্র উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায় বলেন, তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মাহফুজার রহমান সহ অন্যান্যদের যেভাবে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে, তা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। মাহফুজার বর্তমানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। বিজেপির ইন্ধনে এই ঘটনা ঘটেছে। কি করে শাসকদলের নেতাকর্মীদের উপর এভাবে আক্রমণ করতে পারে, নিশ্চয়ই এর পেছনে অন্য কোন শক্তি রয়েছে।

অপরদিকে, বিষয়টি নিয়ে দিনহাটা ১ নম্বর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আফতাব হোসেন বলেন, রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। ভোটের প্রচারে বিরোধীদের নানাভাবে বাধা দান ও হেনস্তা করা হচ্ছে। এদিন কংগ্রেস প্রার্থীর বাড়িতে চড়াও হয় তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী। তারা কংগ্রেস কর্মীদের মারধর করেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগে এই গিতালদহের জারিধরলা এলাকায় তৃণমূল এবং বিজেপি দুটি দলের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে এক তৃণমূল কর্মী নিহত হয়। এছাড়াও ছয় জন তৃণমূল কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়। বর্তমানে তারা হাসপাতালে চিকি
ৎসাধীন। ওই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে। জারিধরলা এলাকায় রাজনৈতিক সংঘর্ষের পর, এদিন গিতালদহের ভোরাম এলাকায় তৃণমূল এবং কংগ্রেস দুটি দলের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচন কমিশন তাদের কতটা শান্তিপূর্ণভাবে ভোট প্রদানে আশ্বস্ত করতে পারবে তা প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

চাচলে তৃণমূল ও কংগ্রেসের সংঘর্ষ,

কংগ্রেস প্রার্থীকে ভোট প্রচারে বাধা দান ও মারধরের অভিযোগ

সানু ইসলাম : নিউজ সারাদিন : ভোট যত আসছে ততই বাড়ছে উত্তাপ। বারংবার বিরোধীদের বাধা দান দেওয়ার অভিযোগ উঠছে শাসকের বিরুদ্ধে। এবার চাঁচল ১ নং ব্লকের কলিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের মুলাইবাড়ি বুথে কংগ্রেস প্রার্থী রুবি বিবি কে প্রচারে বাধা দান এবং মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। কংগ্রেস প্রার্থীকে বাঁচাতে গিয়ে, আক্রান্ত তার দেওর তথা এই বুথের বিদায়ী কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য। ঘটনাস্থলে চাচল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। উত্তেজনা এলাকায়। যদিও মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। পাল্টা তৃণমূলের দাবি কংগ্রেস যে অভিযোগ করছে তা মিথ্যে এবং ভিত্তিহীন।

আইএসএফ তৃণমূল সংঘর্ষে উত্তপ্ত

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা কৃষ্ণপুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আইএসএফ তৃণমূল সংঘর্ষে উত্তপ্ত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা কৃষ্ণপুর, ঘটনায় আহত উভয় পক্ষের ১০, গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৫ জন। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী। তৃণমূলের অভিযোগ আজ সকালে তৃণমূল এক প্রার্থী কৃষ্ণপুর এলাকায় প্রচার করতে যাওয়ার সময়, তাদের উপরে অতর্কিত হামলা চালায় isf কর্মীরা আর তার থেকে এই ঘটনা সুত্রপাত। isf এর অভিযোগ তৃণমূল কর্মীরা একত্রিত হয়ে তাদের উপর হামলা চালায়। গোটা ঘটনায় এলাকায় রয়েছে চরম উত্তেজনা।

আইআইটির লালবাহাদুর শাস্ত্রী হলের বিধ্বংসী আগুনের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাতের অন্ধকারে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হলো খড়গপুর আইআইটির লালবাহাদুর শাস্ত্রী হলের কমন রুম। বিধ্বংসী আগুনের জেরে পুড়ে ছাই ছাত্রদের বেডিং সহ বেশ কিছু জিনিসপত্র। আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে খড়গপুর ও সালুয়া থেকে দুটি দমকলের ইঞ্জিন এসে এক ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে রাত্রে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আইআইটি চত্বরে। দমকল কর্মীদের প্রাথমিক অনুমান শর্ট সার্কিট থেকেই এই ধরনের অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।

যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,

যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

সম্রাজ্ঞী
{কবিতা সংকলন}
সম্পাদিকা:- অদিতি আচার্য্য
ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

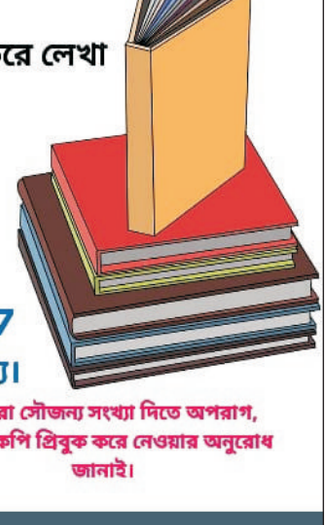

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 8207240867
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

Chayapoth Publication Facebook Page

১-ম পাতার পর

রাজ্যজুড়ে চরম পথে শাসক দল! অভিষেকের বিরাট সিদ্ধান্তে তোলপাড় বাংলা

হাওড়া জেলায় ১১ জন, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ৫ জন, হুগলি জেলায় ৪ জন, কোচবিহার জেলায় ৩৭ জনকে বহিষ্কার করা হচ্ছে।বিক্ষুব্ধ ও নির্দল প্রার্থীদের বহিষ্কার করে বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছে তৃণমূল। তবে এতে কী আদৌ শাসকদলের কোন্দলে রাশ টানা যাবে? প্রশ্ন বিরোধীদের। যদিও গতকাল আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটার সভা থেকে ফের নির্দল প্রশ্নে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন, একটা নির্দলকেও দলে ঢুকতে দেওয়া হবে না। প্রসঙ্গত, জেলায় একাধিক নেতাকে ইতিমধ্যেই সাসপেন্ড করার প্রক্রিয়া চলছে। বহু জায়গায় ইতিমধ্যেই করা হয়ে গিয়েছে।

১-ম পাতার পর

সীমান্ত এলাকায় হিংসা এত বেশি কেন? সিতাইয়ে বিএসএফের সঙ্গে বৈঠক করলেন রাজ্যপাল বোস

ছড়াচ্ছে, সে বিষয়ে বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন রাজ্যপাল। বস্তুত, পঞ্চায়েত ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশের পর থেকেই উত্তপ্ত কোচবিহারের নানা অংশ। শাসক এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সংঘর্ষে বার বার উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে দিনহাটার গীতালদে জারি ধরলা গ্রামে। সম্প্রতি বোমাবাজি, গোলাগুলিতে উত্তপ্ত হয় ভারত ভূখণ্ড থেকে ধরলা নদী দিয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়া ওই গ্রাম। অভিযোগ, এই এলাকা দিয়ে অবাধে অনুপ্রবেশ এবং চোরা কারবার হয়। সীমান্তবর্তী ওই এলাকায় বিএসএফের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। তাদের দাবি, বিএসএফের মদতে সেখানে অশান্তি হয়েছে। জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় সাংবাদিক বৈঠক করে প্রশ্ন তোলেন, বিএসএফের কড়া পাহারা থাকা সত্ত্বেও কী করে বাইরে থেকে দুষ্কৃতী এসে হামলা চালায়। তবে পাল্টা যুক্তি দেয় বিজেপি। দিনহাটা শহর মণ্ডল সভাপতি অজয় রায় বলেন, "শাসক দল আশ্রিতরা মাদক পাচার কাজে যুক্ত।" ভোটের আগে এই রকম অশান্তি দেখা দিচ্ছে বাকি সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে। এই প্রেক্ষিতে রাজ্যপাল এবং বিএসএফের বৈঠক 'তাতপর্যপূর্ণ'।

১-ম পাতার পর

শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বোমাবাজির অভিযোগ বাসন্তীতে

এলাকা উত্তপ্ত হয়েছে। ঘটনার এলাকায় বাসন্তি থানার পুলিস রয়েছে। আহদের বাসন্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে চিকিৎসার জন্য।এই মুহূর্তে পরিস্থিতি থমথমে হয়ে রয়েছে বাসন্তীতে। ঠিক যেখানে তৃণমূল কর্মীকে খুন করা হয় শনিবার তাঁর থেকে ঢিল ছোঁড়া দুরত্বে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ উঠেছে।অভিযোগ করা হয়েছে যে সেই অঞ্চলে বোমাবাজি করা হয়েছে। একাধিক নির্দল কর্মীকে মারধর করা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।

উত্তর প্রদেশে বাসিন্দাদের লোডশেডিং মুক্ত

বিদ্যুৎ পরিষেবা দিতে উদ্যোগী যোগী সরকার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : উত্তর প্রদেশের বাসিন্দাদের নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা দিতে এবার ততপর যোগী সরকার। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিদ্যুৎ দফতরের সঙ্গে এই নিয়ে বৈঠক করেছেন তিনি। প্রচণ্ড গরমে রাজ্যের কোথাও যাতে কোনও রকম লোডশেডিং না হয় তার জন্য কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। রাজ্যে শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে বিদ্যুতের নিরবিচ্ছিন্ন পরিষেবা অত্যন্ত জরুরি। সেকারণেই এবার বিদ্যুৎ পরিষেবার উন্নয়নে জোর দিয়েছেন তিনি। রাজ্যের বিদ্যুত পরিষেবাকে আরো উন্নত করে গড়ে তুলতে যোগী সরকার বিদ্যুত পরিষেবা নিরবিচ্ছিন্ন করতে চাইছেন। সেকারণে বিদ্যুৎ দফতরের আধিকারীকদের সঙ্গে বৈঠক করে তিনি একাধিক বিষয়ে তথ্য নিয়েছেন। রাজ্য বিদ্যুত উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে তথ্য নিয়েছেন। বিদ্যুৎ উতপাদনে কোনও ঘাটতি রয়েছে কিনা সে সম্পর্কেও তথ্য নিয়েছেন তিনি।

তিনি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে উত্তর প্রদেশের সব জেলায় এবং গ্রামে বিদ্যুত পৌঁছে গিয়েছে। এবার টার্গেট লোডশেডিং মুক্ত বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়া। ২৪ ঘণ্টা যাতে বিদ্যুত থাকে তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেকারণেই বিদ্যুত উতপাদন এবং তার সরবরাহ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তিনি জানিয়েছেন যাতে কোনও ভাবেই লোডশেডিং না হয় সেদিকে নজর দেওয়া হচ্ছে।

নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি যাতে মাত্রাতিরিক্ত বিদ্যুতের বিল না আসে সেদিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন যোগী আদিত্যনাথ। যাতে সঠিক সময়ে সঠিক বিল পাওয়া যায় সেটা খতিয়ে দেখার কথা বলেছেন তিনি।এবার সারাবছরই যাতে বিদ্যুতের সমস্যা না হয় সেদিকে মন দিয়েছেন তিনি।রাজ্যের বিদ্যুৎ দফতরের আধিকারীকদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। রাজ্যে বিদ্যুতের কোথায় ঘাটতি রয়েছে। লোডশেডিং কেন হচ্ছে সেবিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তিনি।

কলকাতা সিজিএসটি এবং সিএক্স জোনের

ষষ্ঠ জিএসটি দিবস উদযাপন

প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো, ভারত সরকার

কলকাতা ২ জুলাই, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : কলকাতা সিজিএসটি এবং সিএক্স জোনের উদ্যোগে ১ জুলাই ষষ্ঠ জিএসটি দিবস উদযাপিত হয়। ২০১৭ সালের এই বিশেষ দিনে দেশজুড়ে পণ্য ও পরিষেবা করের সূচনা হয়। এই উপলক্ষে কলকাতার জিএসটি ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্য কমিশনার শ্রী আশুতোষ আওস্থি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় পরোক্ষ ও সীমাশুল্ক পর্ষদের আধিকারিকরা ছাড়াও কলকাতার বিভিন্ন বণিকসভার প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

মূল ভাষণে শ্রী আওস্থি জানান, 'এক দেশ এক কর ব্যবস্থা'র ভাবনাকে কার্যকর করতে দেশের বহু কর প্রত্যাহার করে পণ্য ও পরিষেবা করের সূচনা হয়। তিনি জানান, জিএসটি-র মাধ্যমে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কর ব্যবস্থাকে সহজ-সরল করা হয়েছে। পণ্য ও পরিষেবা করকে সফল করে তোলার জন্য মুখ্য কমিশনার করদাতা এবং কেন্দ্রীয় পরোক্ষ ও সীমাশুল্ক পর্ষদের আধিকারিকদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, জিএসটি ব্যবস্থার প্রচলনের পর রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বণিকসভার প্রতিনিধিরা জিএসটি বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা জানান। কনফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনস-এর সভাপতি শ্রী সুশীল পোদ্দার জিএসটি-র ফলে কর ব্যবস্থার সরলীকরণের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেন। ফেডারেশন অফ স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রিজ-এর শ্রী জে এল বরদিয়া বলেন, এক্সাইজ ব্যবস্থাপনায় সরলীকরণ জিএসটি-র মাধ্যমে হয়েছে, এর ফলে সহজে ব্যবসা-বাণিজ্য করা সম্ভব হচ্ছে। বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর পরোক্ষ কর ব্যবস্থার চেয়ারপার্সন শ্রী টি বি চট্টোপাধ্যায় দেশজুড়ে জিএসটি কার্যকর হওয়ার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন। টাটা মেটালিক্সের শ্রী মনোজ সাহা শিল্প সংস্থাগুলির পক্ষে জিএসটি-র অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। জিএসটি-র বাস্তবায়ন সফলভাবে করার জন্য কলকাতা সিজিএসটি জোনের বেশ কয়েকজন আধিকারিককে পুরস্কৃত করা হয়। সেন্ট্রাল রেভেনিউ স্পোর্টস মিট এবং অল ইন্ডিয়া সিভিল সার্ভিসেস স্পোর্টস মিট-এ বিজয়ীদের এই অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত করা হয়। জিএসটি দিবস উপলক্ষে রচনা ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছেলে-মেয়েরা জিএসটি সম্পর্কে আকর্ষণীয় ধারণা ছবির মাধ্যমে তুলে ধরে।

ইন্সটিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট অফ ইন্ডিয়ার

৭৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি

প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো, ভারত সরকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু আজ নতুন দিল্লিতে ইন্সটিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট অফ ইন্ডিয়া (আইসিএআই)-এর ৭৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, শুধু চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টরাই নন, হিসেবরক্ষা এবং অডিট পেশার সঙ্গে যুক্ত সকলের কাছেই এটি একটি বিশেষ দিন। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টরা হলেন, ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এক শক্তিশালী স্তম্ভের মতো, যা সুশাসনের ক্ষেত্রকেও মজবুত করে। তিনি বলেন, দেশের আর্থিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং দায়দায়িত্ব রয়েছে। সাম্প্রতিককালে মহিলা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের সংখ্যার বৃদ্ধি প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি বলেন, মহিলারা সাধারণত আর্থিক পরিচালনা বা হিসেব রক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষ। তিনি আরও বলেন, ঘরোয়া সঞ্চয় ভারতের দীর্ঘকালের এক পরম্পরা এবং কঠিন সময়ের জন্য সঞ্চয় করার ব্যাপারে মহিলাদের মধ্যে অভ্যাস রয়েছে। মহিলাদের জন্য আইসিএআই 'আর্থিক ও কর সাক্ষরতা'র যে প্রচার কর্মসূচি নিয়েছে, তাতে সন্তোষ প্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন, এতে গ্রামাঞ্চলে, বিশেষ করে গরীব আদিবাসী ও সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন, যাঁরা প্রায়ই উচ্চ সুদের প্রলোভনে পা দিয়ে প্রতারিত হয়ে থাকেন। এই কর্মসূচি এ ধরনের প্রতারণার হাত থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। শ্রীমতী মুর্মু সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, আইসিএআই গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে, যা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের নানা পেশাগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। শুধু প্রযুক্তিগত পরিবর্তন নয়, হিসেব রক্ষা ও অডিটিং-এর ক্ষেত্রে আগামী দিনে বিপ্লব আসতে চলেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। তিনি বলেন, হাতে-কলমে হিসেব রক্ষা এখন প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ফলে অডিটিং এবং হিসেব রক্ষায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসতে চলেছে। রাষ্ট্রপতি বলেন, বিশ্ব জুড়ে আইসিএআই-এর সদস্য পদ নিয়ে বিশেষ গর্ব রয়েছে। তথাপি, ভারতীয় সংস্থাগুলি এখনও পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বহুজাতিক সংস্থাগুলির স্তরে পৌঁছতে পারেনি বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, সেই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য চেষ্টা চলছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও সমন্বয় বাড়লে, তা আরও মজবুত হবে। বিশ্বের সেরা হিসেব ব্যবস্থা নীতি গ্রহণ এবং অনুশীলনের জন্য তিনি আইসিএআই-এর কাছে আর্জি জানান। শ্রীমতী মুর্মু আরও বলেন, ভারতের জি-২০'র সভাপতিত্ব আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য বিশ্বের দেশগুলির কাছে সুযোগ এনে দিয়েছে। রাষ্ট্রপতি বলেন, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের ক্রমাগত প্রয়াসের ফলে দেশের কর ব্যবস্থার ভিত্তি ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। মানুষ আরও বেশি সংখ্যায় কর ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। শ্রীমতী মুর্মু বলেন, সরকার গরীব, তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য বহু কল্যাণমূলক প্রকল্প রূপায়িত করছে। এই পরিস্থিতিতে করদাতাদের উৎসাহিত করা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের সামাজিক দায়িত্ব বলে উল্লেখ করেন তিনি।

বালেশ্বর ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত আরও ১৩ জনের দেহ

পরিবারের হাতে, আট জন পশ্চিমবঙ্গের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাহানগা বাজার স্টেশনের কাছে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত আরও ১৩ জনের দেহ তাঁদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হল। গত ২ জুন ট্রেন দুর্ঘটনা হয়েছিল। তার পর থেকে দেহগুলি ভুবনেশ্বর এমসে রাখা ছিল। রেল সূত্রে খবর, সেগুলি শনাক্ত করে শনিবার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।২ জুন বালেশ্বরের বাহানগা বাজারের কাছে করমণ্ডল এক্সপ্রেস, বেঙ্গালুরু হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস এবং মালগাড়ির সংঘর্ষ হয়েছিল। দুর্ঘটনাস্থলে ২৮৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, নয়তো তাঁদের মৃত অবস্থাতেই হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে আরও ছ'জনের। তার পর ওই দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৯৩।রেলের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে ২৯টি দেহ শনাক্ত করা হয়েছে।ছ'টি দেহ শুক্রবার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। শনিবার আরও ১৩ জনের দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ওই রেল আধিকারিক জানিয়েছেন, ভুবনেশ্বর এমস, ভুবনেশ্বর পুরসভা এবং রেলপুলিশের সহায়তায় ১৩ জনের দেহ শনাক্ত করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৩টির মধ্যে চারটি দেহ বিহারে, আটটি পশ্চিমবঙ্গে, একটি ঝাড়খণ্ডে পরিবারের কাছে পাঠানো হয়েছে। মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবাদ ১০ লক্ষ টাকাও দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ওই আধিকারিক। রেলের ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃতদের মধ্যে এখনও ৬২ জনের দেহ শনাক্ত করা যায়নি। তাঁদের দেহ ভুবনেশ্বর এমসে সংরক্ষিত রয়েছে।

ভারতের কেন্দ্রে বিজেপির আয়ু আর মাত্র ৬ মাস : মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির আয়ু আর মাত্র ৬ মাস বলে মন্তব্য করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলার চেকেন্দা ভান্ডারী ময়দানে এক জনসভা থেকে মমতা দাবি করেন, বিজেপির আয়ু আর মাত্র ৬ মাস। আর মাত্র ৬ মাস তারা কেন্দ্রে থাকবে। আগামী বছর ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে লোকসভার নির্বাচন হবে এবং তাতে ভারতকে যদি আমি চিনে থাকি, তবে ওরা একেবারে ধুয়ে যাবে। কেন্দ্রে ক্ষমতায় টিকে থাকতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লবি করে বেড়াচ্ছেন বলেও এদিন অভিযোগ তুলেছেন মমতা। নাম কুড়ানোর জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী আমেরিকা, রাশিয়ায় গেছেন বলেও এদিন উল্লেখ করেন মমতা। তার প্রশ্ন 'আমেরিকাকে কত রুপি দিয়ে এসেছে? রাশিয়াকে কত রুপি দিয়ে কিনেছে? তারা দেশকে বিক্রি করে দিচ্ছে। অথচ দেশে টমেটো দাম বাড়ছে, মুম্বাইতে ১২০ রুপি, দিল্লিতে ১০০ রুপি। বাংলাতেও টমেটোর দাম বেড়েছে। কৃষকরা ন্যূনতম সহায়ক মূল্য পাচ্ছে না।' আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে জেতানোর পাশাপাশি আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে হারানোর শপথ নিতে বলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান। জলপাইগুড়ি জেলায় দাঁড়িয়ে এদিন যোগাযোগ বৃদ্ধির উপরেও জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, চতুর্থ মহানন্দা সেতু, আত্রেয়ী নদীর উপর সেতু গড়ে তোলা হচ্ছে। এর ফলে বাংলাদেশ-নেপাল-ভুটান-আলিপুরদুয়ার-জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি খুব সহজেই আপনারা যাতায়াত করতে পারবেন। পাশাপাশি জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে দিয়ে বিস্তৃত ভুটান-নেপাল-বাংলাদেশ সংযোগকারী এশিয়ান হাইওয়ে-২ এর কাজও অনেকটাই এগিয়েছে।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ১৮২ সংখ্যা ০৩ জুলাই, ২০২৩ সোমবার ১৭ আষাঢ়, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

রবিবাসরীয় প্রচারে ধুন্ধুমার, রাজ্যজুড়ে সংঘর্ষ শাসক-বিরোধীর

নির্বাচনী প্রচার ঘিরে উত্তেজনা। সম্মুখসমরে তৃণমূল ও বিজেপি। একে অপরের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ করেছে দুই দল। ঘটনার সূত্রপাত শেষ রবিবাসরীয় প্রচারকে ঘিরে। বিজেপির অভিযোগ তাদের নেতা, কর্মীরা রতিবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের চাপুই কোলিয়ারি সংলগ্ন এলাকায় প্রচারে এলে রানিগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি বিনোদ নুনিয়ার নেতৃত্বে তৃণমূলের কর্মীরা তাদের ওপর চড়াও হয়ে চড় থাপ্পড় মারে।অন্যদিকে আইএসএফ তৃণমূল সংঘর্ষে উত্তপ্ত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা কৃষ্ণপুর। ঘটনায় আহত উভয় পক্ষের ১০, গুরুতর অবস্থায় চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৫ জন। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিসবাহিনী। তৃণমূলের অভিযোগ রবিবার সকালে তৃণমূলের এক প্রার্থী কৃষ্ণপুর এলাকায় প্রচার করতে যাওয়ার সময়, তাদের উপরে অতর্কিত হামলা চালায় isf কর্মীরা। আর তার থেকেই এই ঘটনা সুত্রপাত। আইএসএফ এর অভিযোগ তৃণমূল কর্মীরা একত্রিত হয়ে তাদের উপর হামলা চালায়। গোটা ঘটনায় এলাকায় রয়েছে চরম উত্তেজনা। এলাকায় পুলিসের টহল চলছে। বন্ধ রয়েছে সমস্ত দোকানপাট।গলায় বিজেপির যে উত্তরীয় ছিল তা দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ছুটে আসে রানিগঞ্জ থানার পুলিস।

পুলিসের সামনেই দুই পক্ষ একে অপরের দিকে তেড়ে আসে। ইতিমধ্যেই সেখানে পৌঁছে যান আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল, জেলা সভাপতি দিলিপ দে সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।তিনি ঘটনার প্রতিবাদে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে রাস্তায় বসে পড়েন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয় পুলিসকে। বিজেপির অভিযোগ খন্ডন করে তৃণমূলের রানিগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির তৃনমূল প্রার্থী বিনোদ নুনিয়া জানান 'প্রচার করতে এসে আমাদের দলের নেত্রীর উদ্দেশ্যে চোর চোর শ্লোগান দিচ্ছিলো বিজেপির কয়েকজন বহিরাগত কর্মী ও সমর্থক। তারাই তৃণমূলের ব্যানারও ছিঁড়ে দেয়'। দুই পক্ষকে বুঝিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয় পুলিস।

অন্যদিকে মহিলা সিপিএম প্রার্থীকে রাতের অন্ধকারে লোহার রোড দিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে । আহত অবস্থায় ওই মহিলা সিপিএম প্রার্থী বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের গোবিন্দকাটি পঞ্চায়েতের ২১৫ নম্বর বুথে ঘটেছে।অভিযোগ শনিবার রাতে গোবিন্দকাটি পঞ্চায়েতের ২১৫ নম্বর বুথের সিপিআইএম প্রার্থী চন্দনা মন্ডল ঘর থেকে বেরিয়ে বাথরুমে যাওয়ার সময় তার ওপরে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। লোহার শাবল দিয়ে তাকে মারধর করা হয়। তাঁর চিৎকারে পরিবারের অন্য সদস্যরা এবং প্রতিবেশীরা বেরিয়ে এলে দুষ্কৃতীরা পালায়। এরপর রক্তাক্ত অবস্থায় চন্দনা মন্ডলকে প্রথমে যোগেশগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর সেখান থেকে বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে এই হামলার অভিযোগ করা হয়েছে।

যদিও তৃণমূলের তরফ থেকে এই হামলার কথা অস্বীকার করে বলা হয়েছে এই চন্দনা মন্ডল আগে বিজেপি করত এখন সিপিএমের প্রার্থী হয়েছে এই মারধরের ঘটনা তাদের নিজেদের মধ্যে ঘটেছে। এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই।একই সঙ্গে হাওড়ার জগতবল্লভপুরের ইছানগরী এলাকায় আইএসএফ প্রার্থী পঞ্চায়েত সমিতির প্রচারে বেরিয়ে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হতে আক্রান্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তাদের অভিযোগ নির্দিষ্ট অনুমতি থাকা সত্ত্বেও তাদের নির্বাচনী প্রচারে বাধা ও মারধর শুরু করে দেয় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা।

পোস্টার ব্যানার ছিঁড়ে দেওয়া, মাইক ভেঙে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটে। প্রচার চলাকালীন ব্যাপক মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। আইএসএফ প্রার্থী দীননাথ মুখার্জিকে ব্যাপক মারধর করা হয় বলে জানানো হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনাস্থলে জগতবল্লভপুর থানার পুলিস পৌঁছায়। পরে আইএসএফ কর্মীরা থানায় গিয়ে পুলিসের কাছে ডেপুটেশন জমা দেন। তৃণমূলের পক্ষ থেকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলা হয়েছে আইএসএফ কর্মীরা নিজেরাই এসব নাটক করে তাদের ওপর দোষ চাপাচ্ছে।

ন্যায় কর্মফল দাতা শনি দেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সূর্য দেব তখন ভগবান শিবের স্মরণাপন্ন হলেন এবং প্রার্থনা করলেন । সূর্য দেবের প্রার্থনা শুনে শনি দেব কে মারার জন্য নন্দী ও বীরভদ্র কে পাঠালেন । এরা সবাই শনি দেবের কাছে পরাজিত হয়ে ফিরে এলেন । তখন শিব ক্রুদ্ধ হয়ে নিজেই শনির সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তৃতীয় নয়ন খুললেন । **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আমার দেখা মহাশ্বেতা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

বাবা যখন যেখানে তখন সেখানে পড়েছি। আমাকে দশ বছর বয়সে শান্তিনিকেতনেই পাঠিয়ে দেন। ১৯৩৬ সালে আমি শান্তিনিকেতনে পড়তে যাই। যখন রবীন্দ্রনাথ জীবিত এবং খুবই সক্রিয়। সেই সময় চিত্রাঙ্গদা, চন্ডালিকা, তাসের দেশ এই সমস্ত তিনি রচনা করছেন। আমরা সেই সব দেখেছি। সেই সব শুনেছি। তাঁকে আমরা খুব কাছে পেয়েছি। সেই সব অভিজ্ঞতা লেখক-জীবনকে প্রভাবিত করেছে। না রবীন্দ্রনাথকে শুধু আমার লেখক জীবন বলে না, তাঁকে তো মনের মধ্যে বহন করে নিয়েছি। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে দেখার-জানার অভিজ্ঞতা তো এক জায়গায় শেষ হয় না।' মহেশ্বতা দেবীর এসব কথাগুলো আজ আমার কানে বাজে।সেই সময়ে আমি আদিবাসীদের নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করেছিলাম এবং সুন্দরবনের আদিবাসী গবেষণার পাঠ শুরু করে ছিলাম।তিনি আমার কাছ থেকে বহু আদিবাসীদের তথ্য সংগ্রহ করতেন, তার লেখনীতে আদিবাসীদের উপন্যাস ফুটিয়ে তুলেছে। তেমনি উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী ভূমিলগ্ন-আদিবাসীর জীবন আখ্যানকে এমনভাবে তুলে এনেছেন যা মূলত হাজার বছরের ভারতীয় প্রান্তিক আদিমজনের জীবন-সংস্কৃতিরই সাক্ষ্যবাহী। যা বাংলা উপন্যাসকেও নতুন আঙ্গিকে সমৃদ্ধ করেছে। তার মতো সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবেন। মহাশ্বেতা দেবী উপন্যাসে অসংখ্য বীরের কাহিনী তুলে এনেছেন। এই বীরের কাহিনী শুধু বীরসা চরিত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এছাড়াও আরও বীর চরিত্র আমরা পেয়েছি। যেমন- চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর-এর চোট্টি একজন বীর তীরন্দাজ। সুরজ গাগরাই-এর সুরজ চরিত্রটিতেও বীরের উপস্থিতি দেখতে পাই। মহাশ্বেতা দেবী লেখাকে সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গায় নিয়ে গেছেন। তার উপন্যাস বেশিরভাগই সময়ের দলিল হয়ে পৌঁছে যাবে ভবিষ্যতের দিকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় অরণ্যের অধিকার উপন্যাসটি। এ ক্ষেত্রে মহাশ্বেতা গ্রন্থটির ভূমিকায় বলেছেন এ উপন্যাস রচনায় সুরেশ সিং রচিত Dust storm and Hanging mist বইটির কাছে আমি সবিশেষ ঋণী। সুলিখিত তথ্যপূর্ণ গ্রন্থটি ছাড়া বর্তমান উপন্যাস রচনা সম্ভব হতো না। সুরেশ সিং-এর বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। মহাশ্বেতা তার অরণ্যের অধিকার রচনা প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে। কিন্তু সুরেশ সিং-এর বই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ সালে। Birsa Munda and His Movement-1874-1901 নামে। ইতিহাস-গবেষণা ও উপন্যাস রচনার এমন পারস্পরিক সমন্বয় খুব একটা ঘটে না। এ থেকে বলা যায় যে, মহাশ্বেতা দেবী ইতিহাস থেকে এমন চরিত্র নির্মাণ করেন, যা নিজেই ইতিহাস হয়ে যায়। তবে তার জীবনের ব্যক্তিগত ইতিহাস না লিখলে হয়তো লেখা টি অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে।প্রখ্যাত নাট্যকার ও সাহিত্যিক বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে পারিবারিকভাবে তাঁর বিয়ে হয় ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ সালে। সে-সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে বিজন ভট্টাচার্য কোনো অর্থনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। সংসার চালানোর পুরো দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে মহাশ্বেতা ১৯৪৮ সালে পদ্মপুকুর ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। জীবিকার তাগিদে তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হন; যথেষ্ট সংগ্রামসংকুল ছিল তাঁর কর্মজীবন। ১৯৪৯ সালে ইনকাম ট্যাক্সের অফিসে চাকরি পেলেও তা করা হয়নি, বড় অফিসার বাবা মণীশ ঘটকের কন্যার কেরানি পদে যোগ দেওয়া সামাজিকভাবে নিন্দনীয় বলে। এ-বছরই তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের পোস্টাল অডিটে আপার ডিভিশন ক্লার্ক হিসেবে চাকরি পান; কিন্তু এক বছরের মধ্যেই তাঁকে চাকরিচ্যুত করা হয় রাজনৈতিক সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বা স্বামী কমিউনিস্ট হওয়ার অপরাধে। প্রখ্যাত আইনবিদ অতুল গুপ্তের চেষ্টায় অস্থায়ীভাবে পুনর্বহাল হলেও ১৯৫০-এ তাঁর ড্রয়ারে মার্কস ও লেনিনের বই পাওয়ার অপরাধে তাঁকে দ্বিতীয়বার চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। এরপর আর সরকারি চাকরিতে ফেরার চেষ্টা করেননি তিনি।মহেশ্বতা দেবীর মতো ব্যক্তিত্ব কে অপমান সহ্য করতে হয়েছিল, তিনি কোনভাবে কারোর কাছে মাথা নত করেননি। প্রথম থেকেই ত্যাগ ছিল তার জীবনে অপরিসীম কার্য। সেই কারণে তাঁর লেখাতে ফুটে উঠেছিল বিভিন্ন আন্দোলনের চারিত্রিক উপন্যাস। যেমন নকশালবাড়ি আন্দোলনকে নিয়ে তাঁর লেখা 'হাজার চুরাশির মা' আমার মতো অনেকেরই খুব প্রিয় একটা উপন্যাস। সেটি নিয়ে তিনি বলেছেন, 'আমি লিখেছি একটা উচ্চবিত্ত ঘরেরই নারীর কথা; হাজার চুরাশির মা লেখার পর কত মা আমাকে বলেছেন যে, এ তো আমার ছেলের গল্প। আপনি লিখলেন কী করে! তার মানে এই অভিজ্ঞতা অনেকেরই, তখন কিন্তু কলকাতাতেই বেশি দেখেছি, পশ্চিমবাংলায় অন্যত্রও হয়েছে। কীভাবে ছেলেরা নিহত হয়েছে। এবং বহু ছেলের নাম, ছেলে না হয়ে নম্বর হয়ে গিয়েছিল। এই এক, দুই, তিন-চার করে আসছে যখন এখানে পৌঁছাবে তখন, আপনার ছেলের নাম হয়ত এখানে আছে। এটা আমি শুনেছিলাম। সুজাতা নামটা এরকম যে-কোন উচ্চবিত্ত ঘরের নারী, মানে মায়ের কথা। মানুষটা আর মানুষ থাকে না, নম্বর হয়ে যায়। ওতো নম্বর হয়ে গিয়েছিল। নম্বর এলেই বলতে পারবো তার কী হয়েছে। সেই সময় আরেকটি খুব প্রিয় বই চোট্টিমুন্ডা সম্পর্কে তিনি বলেছেন- চোট্টিমুন্ডা সম্পর্কে বলতে তো খুব ভাল লাগে এই জন্য, যে আমার লেখার এনার্জি, দম সব কিছুই খুব বেশি ছিল। মহাশ্বেতা দেবীর মুখ থেকে শোনা এসব গল্প কথা। 'বিচিত্রা' নামের আর একটি কাগজে বেরিয়েছিল নাকি। চোট্টিমুন্ডা খুব গুরুত্বপূর্ণ বই। আর আশ্চর্য হচ্ছে চোট্টি লোকটিকে আমি দেখিনি। একজন দায়িত্ববান সাহিত্যিক হিসেবে অন্যায়-অবিচার-অনাচারের বিরুদ্ধে 'সূর্য-সম 'ক্রোধ' নিয়ে মহাশ্বেতা দেবী সমগ্র জীবন 'মানুষের কথা' লিখেছেন। শিল্পের চেয়ে মানবিকতার দাবিকে প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি সর্বদা; তবে তাতে শিল্প নিষ্প্রাণ হয়নি বরং মানবতার রসে জারিত হয়ে সপ্রাণ হয়েছে। বহুপ্রজ এই লেখক সংখ্যায় নয়, বিষয়বিন্যাস এবং নির্মাণ-কৌশলের অভিনবত্বে বাংলা সাহিত্যকে ঋদ্ধ করেছেন এবং নিজেকে পরিণত করেছেন এ-অঙ্গনের এক অপরিহার্য ব্যক্তিত্বে। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি মানুষের কাছে নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছেন এবং যতদিন আদিবাসীরা বেঁচে থাকবে ততদিনই তিনি তাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মহাশ্বেতা বেঁচে থাকবেন তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে; তাঁর অগ্নিগর্ভ জীবন ও সৃষ্টি স্মরিত হবে বহুকাল; ভবিষ্যৎকাল হয়তো নতুন মূল্যায়নে নতুন দৃষ্টিকোণে তাঁর সাহিত্যপাঠ করবে - কালের গর্ভে তা হারিয়ে যাবে না।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

বলিউডে অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ করেছেন যে তারকারা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউডের অনেক তারকাই আছেন যারা মনে করেন জীবন পাড়ি দিতে সঙ্গী বেছে নিতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই। কাটিয়ে দিয়েছেন বা দিচ্ছেন একাকী দীর্ঘ জীবন। অন্যদিকে চোখে পড়বে হাজারো প্রেমের সম্পর্ক। প্রেমের পর বিয়ে করে সুখে শান্তিতে আছেন অথবা বিচ্ছেদের পথে হাঁটছেন। আবার অনেকেই আছেন যারা অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ করেছেন। সেই তালিকায় অনেকেই আছেন। ১৯৯৯ সালে শ্রীরাম নেনের সঙ্গে দেখাশোনা করে বিয়ে করেছিলেন মাধুরী দীক্ষিত। নেনে পেশায় একজন চিকিৎসক। নিজের থেকে ১৪ বছরের ছোট মীরা কাপুরকে বিয়ে করতে প্রথমে একটু দোটানায় ভুগছিলেন শাহিদ কাপুর। দম্পতির এখন দুই সন্তান। ২০১৫ সালে দেখাশোনা করে বিয়ে হয় তাদের।

ঐশ্বরিয়া রাইয়ের সঙ্গে ব্রেকআপের পর ২০১০ সালে প্রিয়াঙ্কা আলভার সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন অভিনেতা বিবেক ওবেরয়। দম্পতির দুই সন্তান হয়েছে। ২০০৪ সালে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন ঐশ্বরিয়া-ধনুষ। তাদের দুই সন্তান যাত্রা ও লিঙ্গা। ২০২২ সালের জানুয়ারিতে বিচ্ছেদ ঘোষণা করেন তারা। মেয়ের সংসার যাতে না ভাঙে তার জন্য বহু চেষ্টা করেছেন রজনীকান্ত। কাজের ব্যস্ততার কারণে পরিবারকে ধনুষ ঠিকমতো সময় দিতে না পারার জন্য এই বিচ্ছেদ শোনা যাচ্ছিল। রাজ কাপুর ও কৃষ্ণা রাজ কাপুরের ১৯৪৬ সালে বিয়ে হয়। তাদের পাঁচ সন্তান। রণধীর কাপুর, ঋষি কাপুর, রাজীব কাপুর, রীমা জৈন ও ঋতু নন্দা। দেখাশোনা করে বিয়ে হয়েছিল তাদের।

৩১ বছর আগের সেই অনুতাপে আজও পুড়ছেন শাহরুখ খান

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : তখনও ট্রাফিক আইন আজকের মতো কড়া নয়। সেই সুযোগে হেলমেট ছাড়াই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলেন শাহরুখ খান। সঙ্গী একদল বন্ধু। তাদের কারও মাথায় হেলমেট নেই। সেই অবস্থায় তারা চুটিয়ে বাইক চালিয়েছেন। গান গাইতে গাইতে। সেই কাজের জন্য ৩১ বছর পরে অনুতপ্ত নায়ক। সম্প্রতি তিনি অনুরাগীদের বার্তা দিয়েছেন, 'আমার মতো ভুল আপনারা করবেন না।' ৩১ বছর আগে তাঁর প্রথম ছবি 'দিওয়ানা'। সেখানেই তিনি হেটলেট না পরে বাইক চালানোর দৃশ্য শুট করেছিলেন। বলিউডে ৩১ বছর পার। সুযোগ পেলেই অতীত ফিরে দেখছেন শাহরুখ। পুরনো ক্লিপিং নতুন করে তার টুইটে ভাইরাল। অনুরাগীরাও আবেগে ভাসছেন। তাদের উদ্দেশ্যেই অভিনেতার বক্তব্য, সবটাই ছবির কারণে। এই দৃশ্য দেখে তারাও যেন একই ভাবে রাস্তায় না বেরোন।

কেন ৩১ বছর পরে এই বিশেষ বার্তা? তার কারণও দেখিয়েছেন শাহরুখ। অভিনেতার যুক্তি, সড়ক দুর্ঘটনা এবং সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা - দুই ক্ষেত্রেই ভারত বিশ্বের এক নম্বর দেশ। এই দুর্ঘটনাগুলির বেশির ভাগই দুই চাকার যান থেকে ঘটে। চালকেরা হেলমেট না পরে বাইক চালানোর কারণে। তারপরেও জনগণ সজাগ নন। নিরাপত্তা আইন না মেনে হেলমেট ছাড়াই পথে বেরিয়ে পড়েন। দায়ী করেন রুপোলি পর্দার অভিনেতাদের। যুক্তি, তাদের পর্দায় অভিনয় দেখেই নাকি অনুপ্রাণিত। পছন্দের নায়কের মতো হেলমেট ছাড়াই বাইক চালাতে চেষ্টা করেন তারাও। তাই শাহরুখের এই সতর্কবার্তা।

নিজের বাবার সঙ্গে ওই ঘনিষ্ঠ ছবিই ক্যারিয়ার শেষ করে অভিনেত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : পূজা ভাট বিগ বস ওটিটি ২-তে এখন আর শুধু প্যানেলিস্ট নন, সারপ্রাইজ প্রতিযোগীও বটে। সালমান খানের এই ঘোষণার পর থেকেই নেট দুনিয়া ভাগ হয়ে গিয়েছে দুটি অংশে। অনেকেই মনে করছেন যে বিগ বসে যোগ দেওয়া উচিত হয়নি পূজা ভাটের আবার অনেকের মনে করছেন যে বিগ বসের জন্যই পূজা ভাট তার রহস্যময় ডেরা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে সফল হয়েছেন। প্রসঙ্গত, ৯০ দশকের দুষ্টু-মিষ্টি অভিনেত্রী হিসাবেই পরিচিত ছিলেন পূজা। বাবা মহেশ ভাটের হাত ধরে বলিউডে পা রেখেছিলেন অভিনেত্রী। জড়িয়েছেন একাধিক বিতর্কে। পূজা যখন তার কেরিয়ার শুরু করেছিলেন সেই সময় তিনি ছিলেন সাহসী অভিনেত্রীদের মধ্যে একজন। বোল্ড শ্যুট থেকে শুরু করে বিকিনি, সেই সময় পূজা ছিলেন ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম নতুন ও ফ্রেশ মুখ। তবে কেরিয়ারের মধ্যগগনে যখন পূজা ভাট ঠিক সেই সময়ই অভিনেত্রীকে নিয়ে বড় বড় বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। আসলে এক ম্যাগাজিনের কভার ছবিতে অভিনেত্রীকে দেখা গিয়েছিল বাবা মহেশ ভাটের সঙ্গে লিপলক অবস্থায়। আর এই ছবি প্রকাশ্যে আসা মাত্রই হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি জুড়ে হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায়। এই বিতর্ককে ধামাচাপা দিতে সাংবাদিক সম্মেলনও করা হয়েছিল। কিন্তু বিতর্ক চেপে থাকেনি। বরং তা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। নিজের বাবার সঙ্গে ওই ঘনিষ্ঠ ছবিই ক্যারিয়ার শেষ করে অভিনেত্রীর। ৮০-র দশক চলছে সেই সময়। বোল্ডনেস ও সাহসী অবতারের জন্য পূজা ভাট রীতিমতো চর্চিত। প্রথমদিকে সবাই পূজা ভাটকে তার ভাগ্যের জন্য বাহবা দিলেও, ১৯৮৯ সালে ড্যাডি সিনেমায় অভিনেত্রী তার অভিনয় দিয়ে প্রমাণ করেন যে তিনি বড় মাপের অভিনেত্রী। এরপর ১৯৯১ সালে পূজার ঝুলিতে আসে দিল হ্যয় কী মানতা নেহি ও সড়ক সিনেমা। আর এই বছরেই মহেশ ভাটের সঙ্গে পূজার ছবি প্রকাশিত হয় ম্যাগাজিনে। তবে এই ছবি আর পাঁচটা সাধারণ বাবা-মেয়ের ছবির মতো ছিল না। চর্চিত সেই ছবিতে দেখা গিয়েছে, পূজা মহেশ ভাটের কোলে বসে রয়েছে এবং মহেশ ভাট মেয়ের ঠোঁটে কিস করছেন। এই ফটোশ্যুট স্টারডাস্ট ম্যাগাজিনের জন্য করেছিলেন তারা। এরপর সেই ম্যাগাজিনের কভার ছবি প্রকাশ্যে এলে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল বাপ-মেয়ে দুজনকেই। এই ছবি প্রকাশ্যে আসার পরই এউ দুজনকে নিয়ে চর্চা তুঙ্গে ওঠে। বিতর্ক এতটাই বাড়াবাড়ি পর্যায় চলে যায় যে তা নিয়ন্ত্রণ করতে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকতে হয়। যদিও সেই বৈঠকে এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বিতর্ক আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন পরিচালক। পূজাকে কিস খাওয়ার বিষয় নিয়ে মহেশ ভাট সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, পূজা যদি আমার মেয়ে না হত, তবে হয়ত আমি তাকে বিয়ে করে নিতাম। আর এই মন্তব্য যেন বিতর্কে ঘি যোগ করে। এই বিতর্ক এতবছর পরও থিতু হয়ে যায়নি। আজও এটা নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে আলোচনা হয়। পূজাকে শেষ অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে দুলকার সালমানের চুপ রিভেঞ্জ অফ দ্য আর্টিস্ট ছবিতে। এরপর আর কোনও সিনেমা বা সিরিজ তিনি করেননি। বিগ বস ওটিটি ২-তে এখন যোগ দিয়েছেন তিনি। পূজা এই সিজনের সবচেয়ে জোরদার প্রতিযোগী, যিনি তার মদ্যপানের আসক্তি ও তার জীবনকে নিজের মতো করে দেখার মনোভাব নিয়ে রোজই শিরোনামে থাকছেন।

ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সবকিছু জানালেন শ্রাবন্তী

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : শ্রাবন্তী চ্যাটার্জী। এই টলিউড অভিনেত্রীর সিনে জীবন যেমন উত্থান-পতন, ভাঙা-গড়ায় পরিপূর্ণ তেমনই তার ব্যক্তিগত জীবনও। তার বিয়ে-সম্পর্ক নিয়ে মাঝে মাঝেই খবর হয়। তবে শ্রাবন্তী নিজে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সেভাবে কিছু বলেন না। তবে এবার বেশ কিছু প্রশ্নের জবাব দিলেন তিনি। 'দেবী চৌধুরানী'-ছবি নিয়ে আলোচনায় শ্রাবন্তী জানালেন, তার ব্যক্তিগত জীবনে টানাপোড়েন আছে। শুভ্রজিৎ মিত্র পরিচালিত 'দেবী চৌধুরানী' ছবিতে শ্রাবন্তীকে দেখা যাবে প্রফুল্ল চরিত্রে। সেই প্রফুল্ল কীভাবে দেবী চৌধুরানী হয়ে উঠবেন, তার কাহিনী দেখা হবে। প্রশ্ন করা হয়, শ্রাবন্তী কি দেবী চৌধুরানীর সঙ্গে নিজের জীবনকে রিলেট করতে পারেন? সেই প্রশ্নের উত্তরে অভিনেত্রী বলেন, 'দেবী চৌধুরানী যেমন একাই একশ, আমার মনে হয় আমিও তেমন। আমি নিজের জীবনের সঙ্গে ওই ঐতিহাসিক চরিত্রকে রিলেট করতে পারি। প্রফুল্ল যেমন দেবী চৌধুরানী হতে পেরেছিলেন, তার জীবনে যেমন অনেক চাপ ছিল, পারিপার্শ্বিক সংকট ছিল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে বদলেছে শিখেছে।' তারপরই ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে শ্রাবন্তী বলেন, 'আমার জীবনটাও অনেকটা সেই রকমই। ছোটোবেলা থেকে অভিনয়ে প্রবেশ করেছি। সেখান থেকে আমার জীবনে অনেক টানাপোড়েন, সব কিছু মিলিয়ে কোথাও গিয়ে একটা ছবির চরিত্রের সঙ্গে মিল তো পাই।'

শ্রাবন্তী আরও বলেন, 'ব্যক্তিগত জীবন বা অভিনয়ের জগৎ, সবক্ষেত্রেই আমি এখনও শিখি। তবে আমার মনে হয় আমি একা শ্রাবন্তী নয়, ঘরে ঘরে অনেক মহিলারা আছেন, যারা একা বাড়ি চালান। লড়াই চালাচ্ছে। আমার মনে হয় দেবী চৌধুরানী অনেকের অনুপ্রেরণা হতে চলেছে।' প্রসঙ্গত, ছবিতে ভবানী পাঠকের চরিত্রে অভিনয় করবেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। এই চরিত্র নিয়ে ইন্ডাস্ট্রির বুম্বাদা দারুণ এক্সাইটেড বলে জানিয়েছেন পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্র। এর আগেও 'দেবী চৌধুরানী' বড় পর্দায় হয়েছে। নাম ভূমিকায় ছিলেন মহানায়িকা সুচিত্রা সেন।

যেদিন যেখানে

ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ হাইভোল্টেজ ম্যাচ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপের ঠিক ১০০ দিন আগে সূচি ঘোষণা করেছে ICC। ২০১৯ সালে বিশ্বকাপের সূচি ICC ঘোষণা করেছিল প্রায় ১ বছর আগে। তবে এবার সেটা করতে অনেক দেরি হয়ে গেল। তবে এবারের বিশ্বকাপ সূচিতে হতাশ হয়নি কলকাতা। কারণ সেমিফাইনালের স্যাচ পেয়েছে ইডেন গার্ডেন্স। অন্যদিকে গ্রুপস্তরে ভারতের একটা ম্যাচ পেয়েছে তারা। আগে জানা গিয়েছিল ভারত পাকিস্তান স্যাচ আয়োজন করতে পারে কলকাতা। কারণ পাকিস্তান প্রথম থেকেই অহমেদাবাদে খেলতে অস্বীকার করেছিল। বদলে তাদের পছন্দ ছিল কলকাতা, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু। আর ভারতের বিরুদ্ধে খেলার জন্য তাদের পছন্দ ছিল কলকাতা। শেষে কলকাতা পায়নি ভারত পাকিস্তান হাই ভোল্টেজ ম্যাচ। কিন্তু হাইভোল্টেজ ম্যাচের মধ্যে তারা সেমিফাইনাল পেল।

তবে শুধু ভারতের ম্যাচ নয়। ইডেন বাংলাদেশ, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংলয়ান্ডের ম্যাচ পেয়েছে। ফলে প্রতিটা ম্যাচই হাড্ডাহাড্ডি হতে চলেছে। দেখে নিন ইডেন গার্ডেন্স কোন কোন ম্যাচ পেয়েছে, বাংলাদেশ বনাম কোয়ালিফায়ার (২৮ অক্টোবর), পাকিস্তান বনাম বাংলাদেশ (৩১ অক্টোবর), ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা (৫ নভেম্বর), পাকিস্তান বনাম ইংলয়ান্ড (১২ নভেম্বর) সেমিফাইনাল (১৬ নভেম্বর)

৫ অক্টোবর থেকে শুরু হবে এবার বিশ্বকাপ। প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে গতবারের ফাইনালিস্ট ইংল্যান্ড ও নিউ জিল্যান্ড। প্রথম ম্যাচটি হবে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে আর ফাইনালও হবে একই স্টেডিয়ামে। এবার ফাইনালের দিন ঠিক করা হয়েছে ১৯ নভেম্বর। ভারত প্রথম ম্যাচে খেলতে নামবে ৮ অক্টোবর। মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া। ম্যাচটি চেন্নাইতে আয়োজিত হবে। ফলে স্পিন ট্র্যাকে সুবিধা করতে পারবে ভারত।

এরপর ১১ তারিখ ভারত মাঠে নামবে। প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান। অহমেদাবাদে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নামবে ১৫ অক্টোবর। এরপর ১৯ তারিখ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ, ৪ দিনের ব্যবধানে দুই প্রতিবেশি দেশের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে টিম ইন্ডিয়া। এবার রোহিতদের ম্যাচ দেশের প্রতিটা প্রান্তেই হবে। উত্তরে যেমন ধর্মশালায় রয়েছে ম্যাচ তেমনই দক্ষিণে বেঙ্গালুরুতে রয়েছে। পূর্বে রয়েছে কলকাতায় আর পশ্চিমে গুজরাটে। তবে এবার বিশ্বকাপে চমক হচ্ছে পুনে ও লখনউ। এই প্রথমবার লখনউ বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজন করবে। ইংলয়ান্ডের বিরুদ্ধে ভারত লখনউতে খেলতে নামবে।

এবার বিশ্বকাপে মোট ১০টা দল অংশগ্রহণ করবে। যারমধ্যে থেকে ৮টা দল নিশ্চিত। বাকি রয়েছে দুটো দল। কোয়ালিফায়ার থেকে দুটো দল উঠে আসবে এখান থেকে।

ওয়াসিম আকরামের মতে

যিনি বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর কভার ড্রাইভ করেন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপে নেতৃত্বদানকারী বর্তমান সময়ের অন্যতম ক্রিকেটার বাবর আজমের প্রশংসা করেছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার ওয়াসিম আকরাম। আইসিসি পুরুষ ক্রিকেট বিশ্বকাপে পাকিস্তানের এ দলটি কাপ জিততে যথেষ্ট শক্তিশালী বলে মনে করেন তিনি। আইসিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে পাকিস্তানের এই গ্রেট এসব কথা বলেন। খবর ক্রিকেট পাকিস্তানের।

ওয়াসিম বলেন, আমাদের একটি ভালো দিক আছে। সেটি হলো ভালো ওয়ানডে দল এবং যে দলটি আধুনিক সময়ের গ্রেটদের মধ্যে একজন বাবর আজমের নেতৃত্বে রয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের খেলোয়াড়রা যদি ফিট থাকে এবং তারা পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলে তবে বিশ্বকাপে ভালো করার সুযোগ থাকবে। আর একটি কারণ হলো উপমহাদেশের কন্ডিশনে আমরা ভালো খেলি।'

ওয়াসিম আরও বলেন, আমি মনে করি বাবর পারবে কারণ সে আমাদের সেরা খেলোয়াড়। বাবরের প্রশংসা করে তিনি আরও বলেন, বাবর যা করে- পুরো দেশ তাকে অনুসরণ করে। আমার মতে এটি টি-টোয়েন্টি, ওয়ানডে বা টেস্ট ক্রিকেটই যেটাই হোক না কেন তার জন্য স্টেডিয়ামে দর্শক যান। বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর কভার ড্রাইভ বাবরের হাতে রয়েছে। পাকিস্তান দলে মোহাম্মদ রিজওয়ান, ইমাম-উল-হক এবং ফখর জামানের মতো ভালো ব্যাটার রয়েছে। অন্যদিকে শাহীন আফ্রিদি, হারিস রউফ এবং নাসিম শাহর মতো পেসার রয়েছে যা দলকে বিশ্বকাপ পেতে সাহায্য করবে। ১৯৯২ সালে পাকিস্তানের বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য ছিলেন আকরাম।

এবারের বিশ্বকাপে ফেভারিট

চার দলের নাম জানালেন শেবাগ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গতকাল থেকে ওয়ানডে বিশ্বকাপের জন্য দিনগণনা শুরু হয়ে গেছে। আর ঠিক ৯৯ দিন পর ভারতের মাটিতে বসতে যাচ্ছে বিশ্ব ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় এই আসর। অবশ্য গতকাল সূচিও প্রকাশ করেছে আইসিসি। আর সূচি ঘোষণার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের সাবেক ওপেনার বীরেন্দর শেবাগ ও লঙ্কান কিংবদন্তি স্পিনার মুত্তিয়া মুরালিধরন।

অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে এক পর্যায়ে আসন্ন বিশ্বকাপে ফেভারিট কারা এমন প্রশ্ন করা হয়েছিল শেবাগকে। তবে উত্তরে নিজের পছন্দের সেরা চারে বাংলাদেশকে রাখেননি সাবেক এই ক্রিকেটার। এবারের আসরে সম্ভাব্য সেমি-ফাইনালিস্ট হিসেবে ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের সঙ্গে পাকিস্তানকেও রেখেছেন শেবাগ।

অবশ্য এর ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তিনি। দশ দলের মধ্যে চার দল বেছে নিতে গিয়ে শেবাগ বাদ দিয়েছেন গতবারের ফাইনালিস্ট নিউজিল্যান্ডকেও। এ নিয়ে তিনি বলেন, আমাকে যদি চারটি দল বেছে নিতে হয় তাহলে- অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত ও পাকিস্তান। এরাই সেমি-ফাইনালিস্ট।

আগামী ১৫ অক্টোবর আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে হাই ভোল্টেজ ম্যাচে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে স্বাগতিক ভারত। দুই দলের লড়াইয়ের কথা জানিয়ে শেবাগ বলছেন, সবাই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের জন্য অপেক্ষা করছে। এমনকি আমিও আছি। সেদিন কী ঘটবে তা আমি নিশ্চিত নই, তবে যে দল চাপ ভালোভাবে পরিচালনা করবে তারাই জিতবে।

পাকিস্তান এখনও ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভারতকে হারাতে পারেনি উল্লেখ করে শেবাগ বলেন, আমার মনে হয় এখন ভারত সেই চাপ সামলেছে যার কারণে তারা জিতেছে। যেখানে পাকিস্তানের বোঝা রয়েছে যে তারা ভারতের বিপক্ষে জিততে পারেনি।

এছাড়া নব্বইয়ের দশকের উদাহরণ টেনে শেবাগ আরও বলেন, নব্বইয়ের দশকে তারা (পাকিস্তান) চাপ মোকাবেলায় ভালো ছিল। কিন্তু ২০০০-এর পরে, ভারত এটিকে আরও ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। যদি কোনো খেলোয়াড় বলেন যে, তারা চাপ অনুভব করেন না, আমি মনে করি না এটা ঠিক। আমরাও এটা বলতাম কিন্তু দিন শেষে আমরা জানতাম ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচে আবেগ অনেক বেশি।

টুর্নামেন্টের আগেই

বিশ্বকাপ নিয়ে রবি শাস্ত্রীর নীল নকশা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপ জিততে বাঁ হাতি ব্যাটসম্যানের দরকার। ক্রিকেট ইতিহাস তাই বলছে। ভারতের সাবেক হেডকোচ রবি শাস্ত্রীও টুর্নামেন্ট জিততে বাঁ হাতি ব্যাটসম্যানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন।

এগিয়ে আসছে ক্রিকেট বিশ্বকাপ। তার আগে রবি শাস্ত্রী ২০১১ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ভারতের প্রাক্তন হেডস্যর বলছেন, ২০১১ সালের বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে তিন জন বাঁ হাতি ছিলেন।

শাস্ত্রী বলছেন, "দলের ভারসাম্যটাই আসল। বাঁ হাতি ব্যাটসম্যান কি পার্থক্য গড়ে দিতে পারে? ওপেনিংয়ে বাঁ হাতি ব্যাটসম্যানের দরকার তা আমি বলছি না। কিন্তু তিন-চার নম্বরে বাঁ হাতি ব্যাটসম্যানের দরকার। আমার মতে, টপ সিক্সে দুই জন অন্তত বাঁ হাতি ব্যাটার দরকার।"

২০১১ সালে ভারতের চ্যাম্পিয়ন দলে তিন জন বাঁ হাতি ব্যাটসম্যান ছিলেন। শাস্ত্রী আগের বিশ্বকাপ গুলোর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলছেন, "যখনই কোনও দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, তখনই দেখা গিয়েছে বাঁ হাতিরা অবদান রেখেছে। ২০১১ সালে গম্ভীর, যুবরাজ এবং রায়ন ছিল। ১৯৭৫ সালের বিশ্বকাপে কালিচরণ, রয় ফ্রেডেরিক্স এবং ক্লাইভ লয়েড ছিল।"

১৯৭৯ সালেও ছবিটা একই ছিল। ১৯৮৩ সালের বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলে কোনও বাঁ হাতি ছিল না। তবে সেবারের টুর্নামেন্ট ছিল সব অর্থেই ব্যতিক্রম। ১৯৮৭ সালের বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া দলের টপ অর্ডারে ছিল বর্ডার। নিচের দিকে একাধিক বাঁ হাতি ছিল। ১৯৯৬ সালে শ্রীলঙ্কা প্রমাণ করে বাঁ হাতির গুরুত্ব। জয়সূরিয়া, গুরুসিনহা, রণতুঙ্গা ছিল। অস্ট্রেলিয়া দলে ছিল গিলক্রিস্ট, হেডেন। ইংল্যান্ডেও এখন বাঁ হাতি ব্যাটার রয়েছে। দলের ভারসাম্যটাই আসল।"

ফ্যান ফলোয়ার নেই বলে ওঁকেই

বলির পাঁঠা করা হল: ক্ষিপ্ত গাভাসকার

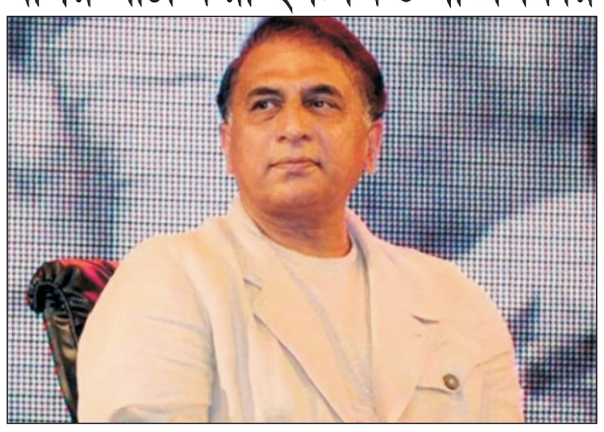

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতের ব্যর্থতার জন্য পূজারাকেই কেন একমাত্র 'বলির পাঁঠা' করা হল। তা নিয়েই এবার নির্বাচকদের একহাত নিলেন সুনীল গাভাসকার। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে হারার পর পূজারাকে ক্যারিবিয়ান সফরে দুটো টেস্টের জন্য বাইরে রাখা হয়েছে।

এতেই ক্ষিপ্ত গাভাসকার স্পোর্টস টুডেতে নিজের কলামে লিখেছেন, "ও কেন বাদ পড়ল? আমাদের দলের সম্মিলিত ব্যাটিং ব্যর্থতার জন্য ওঁকে কেন বলির পাঁঠা করা হল? ও ভারতীয় ক্রিকেটের একজন একনিষ্ঠ সেবক। বিশ্বস্ত তো বটেই, ওঁর সাফল্যও কম নেই।"

গাভাসকার পূজারার পাশে দাঁড়িয়ে নির্বাচকদের দিকে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন। বলছেন, পূজারাকে বাদ দেওয়ার যুক্তি দেখাক নির্বাচকরা। ব্যর্থ হওয়া বাকিদের কেন রাখা হল, সেই প্রশ্নও তুলেছেন। তিনি লেখেন, "সোশ্যাল মিডিয়ায় ওঁর লক্ষ লক্ষ ফলোয়ার নেই, যারা ওঁর হয়ে আওয়াজ তুলবে। তাই ওঁকে বাতিল করা হল। এটা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। ওঁকে বাদ দেওয়ার কারণ অন্তত জানানো হোক। বাকি যারা ব্যর্থ হল তাদের কী হবে? আমি জানি না। কারণ আজকাল নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান কোনও সাংবাদিক সম্মেলন করেন না।"

২০২২ সালের পর থেকেই কাউন্টি ক্রিকেটে রানের বন্যা বইয়েছেন ৩৫ বছরের পূজারা। তবে জাতীয় দলের হয়ে খেলতে নেমেই ব্যর্থতার শিকার হয়েছেন বারবার। তবে গাভাসকার মনে করছেন, পূজারাকেই একমাত্র বাদ দেওয়ার উচিত হয়নি।

অবশেষে ফিফার চূড়ান্ত ঘোষণা;

যেখানে হবে এবারের ক্লাব বিশ্বকাপ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রথমবারের মতো ক্লাব বিশ্বকাপের স্বাগতিক হবে সৌদি আরব। এ ঘোষণা এসেছিল ফেব্রুয়ারিতেই। এবার চূড়ান্ত হলো ভেন্যুও। ২০২৩ ক্লাব বিশ্বকাপের আসর অনুষ্ঠিত হবে জেদ্দায়।

গত সপ্তাহে ফিফার একটি প্রতিনিধি দল জেদ্দা সফর করে আসার পর সোমবার এ শহরের নাম চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। ক্লাব বিশ্বকাপের ২০তম আসর এটি। ছয় মহাদেশের সাত ক্লাবকে নিয়ে আগামী ১২ থেকে ২২ ডিসেম্বর হবে টুর্নামেন্টটি। জেদ্দার দুটি মাঠে হবে ম্যাচগুলো।

ক্লাব বিশ্বকাপের বর্তমান ফরম্যাটে এটিই শেষ আসর। এরপর ৩২ দলকে নিয়ে টুর্নামেন্ট হবে চার বছর পরপর। ২০২৫ সালে প্রথম আসরটি হবে যুক্তরাষ্ট্রে। নতুন সেই ক্লাব বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাবেন ২০২১ থেকে ২০২৪ সালের মহাদেশীয় চ্যাম্পিয়নরা। ইউরোপ থেকে তাই চেলসি, রিয়াল মাদ্রিদ ও ম্যানচেস্টার সিটির খেলা নিশ্চিত হয়ে গেছে।

হজ পালন করতে সৌদি আরবে

লিভারপুলের ফরাসি ডিফেন্ডার

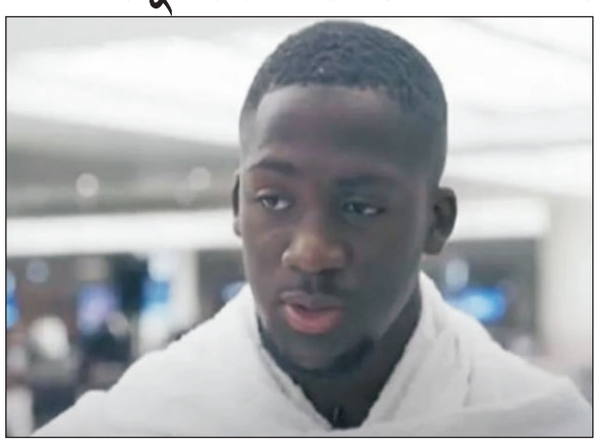

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইউরোপিয়ান ফুটবলে বিরতি চলছে। আন্তর্জাতিক ফুটবলেও ব্যস্ততা নেই। এই সুযোগটাই কাজে লাগিয়েছেন লিভারপুলের ফরাসি ডিফেন্ডার ইব্রাহিমা কোনাতে। পবিত্র হজ পালন করতে সৌদি আরবে গিয়েছেন ফরাসি এই ডিফেন্ডার।

ইব্রাহিমা কোনাতে আগেই জানিয়েছিলেন হয়েছিল এবারের পবিত্র হজ পালন করতে যাবেন তিনি। একজন মুসলমানের সামর্থ থাকলে জীবনে একবার হলেও পবিত্র হজ পালন করা ফরজ। ক্লাব ও জাতীয় দলের খেলা না থাকায়, এই বিরতিটা কাজে লাগিয়েছেন লিভারপুল ডিফেন্ডার।

২৪ বছর বয়সী এই ডিফেন্ডারকে মঙ্গলবার (২৭ জুন) সৌদি আরবে পা রেখে একটি সাক্ষাৎকার দিতে দেখা যায়। সেই সাক্ষাৎকারে কোনাতে বলেন, 'আমি পবিত্র হজ পালনের জন্য ভিসা পেয়েছি। এখানে এসে এতো মানুষ দেখে খুবই ভালো লাগছে। আমার কাজগুলো সবই ঠিকঠাকভাবে হচ্ছে। আমি এখানে এসে খুবই খুশি।'

২০২১ সালে জার্মান ক্লাব আরবি লাইপজিগ ছেড়ে লিভারপুলে যোগ দেন কোনাতে। ইংলিশ ক্লাবটির হয়ে ২৯টি ম্যাচ খেলেছেন ফরাসি এই ডিফেন্ডার। ২০২২ সালে ফ্রান্সের জার্সি গায়ে অভিষেক হয় কোনাতের।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR